KHABOR SOJASUJI

খবর সোজাসুজি

RNI NO.WBBEN/2023/87806

www.khaborsojasuji.com

প্রতিনিয়ত খবরের আপডেট পেতে ফলো করুন আমাদের ফেসবুক, ইউটিউব, ট্যুইটার এবং ইন্সটাগ্রাম।

Follow Us :
facebook.com/khaborsojasuji
youtube.com/@khaborsojasuji
twitter.com/Khaborsojasuji
instagram.com/khaborsojasuji
www.khaborsojasuji.com

প্রতি ইংরেজি মাসের ১৫ ও ৩০ তারিখ প্রকাশিত হচ্ছে পাক্ষিক সংবাদপত্র

খবর সোজাসুজি

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৪৩৪৫৬৬৪৯৮
www.khaborsojasuji.com

Vol-2 ● Issue-4 ● Bardhaman ● 30 July, 2024 ● Rs. 2.00 (Four Pages) ● Mobile - 9434566498

এক নজরে

● খবর সোজাসুজি'র উদ্যোগে আয়োজিত অনলাইন রিলস প্রতিযোগিতায় প্রথম মৌবেশিয়ার সুদীপ্ত মালিক, দ্বিতীয় চন্ডীবাটির সুদীপ্ত দেবনাথ এবং তৃতীয় মৌবেশিয়ার ঐহিকা মালিক।

● চাষীর ফসলের দাম বাড়লে যারা মরা কান্না শুরু করেন সার বীজ ওষুধের দাম বাড়লে তারা কোথায় থাকেন ? উঠছে প্রশ্ন।

● মমতা ব্যানার্জির বক্তব্যের মাঝে মাইক বন্ধের অভিযোগ ! নীতি আয়োগের বৈঠক বয়কট করে বেরিয়ে এলেন 'অপমানিত' মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। বলতে না দেওয়ার অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রীর। ৫ মিনিট পরেই মাইক বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রীর।

● প্রয়াত রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী বিশ্বনাথ চৌধুরী।

● দু'চাকার বাইক নিয়ে রাস্তায় বের হলে যদি ড্রাইভিং লাইসেন্স, রোড ট্যাক্স,পলিউশন,রেজিস্ট্রেশন প্রয়োজন হয় তাহলে তিন চাকার ইঞ্জিন ভ্যান,অটো,টোটো-কে ছাড় কেন ? উঠছে প্রশ্ন।

● চুপি সারে বেড়েছে বিদ্যুৎ বিল ! নিউ ট্যারিফ আর ওল্ড ট্যারিফ নিয়ে বিভ্রান্ত গ্রাহকরা। ঘুরিয়ে নাক না দেখিয়ে নতুন ট্যারিফ সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে জানাক WBSEDCL কর্তৃপক্ষ, চাইছেন জনগণ। লুকোছাপা না করে WBSEDCL কর্তৃপক্ষ সরাসরি বলুন নতুন ট্যারিফে বিদ্যুৎ বিলে ইউনিট পিছু কত বাড়লো ? বিলে স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করুন নতুন ট্যারিফ,কত ইউনিটে কত টাকা দিতে হবে ? এবারের ইলেকট্রিক বিলে নেই নিউ বা ওল্ড ট্যারিফ চার্ট। তথ্য দিতে এত ভয় কেন ! কত ইউনিটে কত টাকা এই তথ্য দিতে অসুবিধা কোথায় ? মানুষের কি তথ্য জানার অধিকার নেই ?

● ভোট মানুষ কাকে দেবে না দেবে সেটা তাদের একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু নিজের দলকে ভোট না দিলে সবার উন্নয়ন হবে না, এটা কি ধরনের কথা !

● রিচার্জ বাড়ার কারণে জিও, ভোডা,এয়ারটেল ছেড়ে অনেকেই এখন BSNL এর দিকে ঝুঁকছেন। বেসরকারি সিম কোম্পানি গুলোর সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে BSNL কে পরিষেবা আরও উন্নত করতে হবে। শহরের পাশাপাশি গ্রামেও সর্বত্র দ্রুত চালু করতে হবে 4G পরিষেবা। BSNL নতুন গ্রাহকদের ধরে রাখতে কতটা উদ্যোগী হয় সেটাই

(এরপর চারের পাতায়)

স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ! হুঁশ নেই কর্তৃপক্ষের

নিজস্ব প্রতিবেদন - স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ! পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর ব্লকের পাড়াতল ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ইলামপুর গ্রামে অবস্থিত শিপতাই সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের বেহাল দশা। সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র না তিল কাঠি, ধনচে কাঠি রাখার জায়গা বোঝা দায় ! শিপতাই,শ্রীমানপুর, মথুরাপুর, ইলামপুর, পিরিজপুর,গোহালদহ এবং খানজাদাপুর - এই সাতটি গ্রামের কয়েক হাজার মানুষের ভরসাস্থল এই সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রটি। কিন্তু হায় ! স্বাস্থ্য

কেন্দ্র, যেখানে মানুষ সুস্থ হবার জন্য যায় সেখানকার পরিবেশ এতো অস্বাস্থ্যকর ! অভিযোগ,এই বিষয়ে হুঁশ নেই কর্তৃপক্ষের। বুধবার স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গিয়ে দেখা গেল,স্বাস্থ্য কেন্দ্রের একটি ঘরের মধ্যেই রাখা আছে তিল কাঠি, ধনচে কাঠি,খড় কুটো। আর দুয়ারে রাখা আছে সিমেন্টের বস্তা, সাইকেল। পুরো যেন গোডাউন। ঘরটি কয়েক বছর আগে তৈরি হলেও এখনও পর্যন্ত ঘরের ভিতরটা সম্পূর্ণ প্লাস্টার করা হয় নি,জানলা দরজাও নেই। ঘরটি দেখলেই মনে হবে যেন সাপের আড্ডাখানা। আর ঠিক তার পাশের ঘরেই চলছে রোগীদের আনাগোনা। স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সামনেও মাচা করে রাখা আছে তিল কাঠি। স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চত্বর নোংরা আবর্জনায় ভর্তি। পাড়ার দু'চারজন এভাবেই স্বাস্থ্য কেন্দ্রটিকে যেন গোডাউন বানিয়ে ফেলেছে, অভিযোগ। স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চত্বর পুরো অপরিষ্কার। স্বাস্থ্য কেন্দ্রের পায়খানা বাথরুম তো ব্যবহার করার অযোগ্য, পুরো আগাছায় ভর্তি। যেন জঙ্গল হয়ে আছে। সাপ খোপের ভয়ে ওদিকে কেউ পা রাখতে পারেন না। তাই চাইলেও পায়খানা বাথরুম কেউ ব্যবহার করতেও পারেন না। চরম সমস্যায় পড়েন স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আসা রোগীরা এবং আশা কর্মী তথা স্বাস্থ্য

(এরপর দুয়ের পাতায়)

বাসি মিষ্টি বিক্রির অভিযোগ ! শক্তিগড়ের ল্যাংচাহাব থেকে বাজেয়াপ্ত ৩ কুইন্টাল বাসি ল্যাংচা !

নিজস্ব সংবাদদাতা - বর্ধমানের শক্তিগড়ের ল্যাংচাহাব থেকে বাজেয়াপ্ত কুইন্টাল কুইন্টাল ল্যাংচা। বাসি ল্যাংচা বিক্রির চেষ্টার

অভিযোগে বাজেয়াপ্ত। শক্তিগড়ে পরপর ল্যাংচার দোকানে অভিযান ডিইবিকে সঙ্গে নিয়ে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের। বাজেয়াপ্ত ৩ কুইন্টাল বাসি ল্যাংচা।শক্তিগড়ে ১৯ নং জাতীয় সড়কের ধারে ল্যাংচা হাব থেকে বস্তা বস্তা ল্যাংচা তুলে নিয়ে গিয়ে জেসিবি দিয়ে মাটিতে পুঁতে ফেলা হচ্ছে। মূলত গোডাউনে বস্তা বস্তা ফাংগাস ভরা আধকাঁচা ল্যাংচা রয়েছে, এই খবর পেয়ে বর্ধমানে শক্তিগড়ে ফের হানা প্রশাসনিক আধিকারিকদের। জেসিবি নিয়ে এসে মাটি খুড়ে মাটিতে পুতে নষ্টও করা হল খাবারের অযোগ্য ল্যাংচা। কয়েক দিন আগে বর্ধমানের বিখ্যাত শক্তিগড়ের ল্যাংচার দোকানগুলিতে হানা দেয় স্বাস্থ্য দফতর, জেলা পুলিশ, ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তর ও লিগ্যাল মেট্রোলজি দফতর। অভিযানের নেতৃত্ব দেন জেলার উপ মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সুবর্ণ গোস্বামী ও ডেপুটি পুলিশ সুপার (ডিইবি) এ এস চ্যাটার্জী। এই হানাদারিতে প্রশাসনিক আধিকারিকরা দেখেন অধিকাংশ দোকানের রান্না-ঘর এখনও অস্বাস্থ্যকর, মিষ্টির কড়াইয়ে নেই ঢাকনা। কারিগরদের কোনও স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয় না।নেই সামান্য পরিচ্ছন্নতা বজায়ও।

কোথাও বা বিষাক্ত রং মেশানো হচ্ছে মিষ্টিতে। এছাড়াও অনেকগুলি দোকানের গুদামে হানা দিয়ে সাত-দশদিন আগে থেকে ভেজে রাখা, ফাংগাস পরে যাওয়া ল্যাংচা মেঝের উপর ডাঁই করে রাখা অবস্থায় দেখতে পান হানাদারি টিম। টিমের প্রাথমিক অনুমান, এই সমস্ত বাসি মিষ্টি যা ২১-শে জুলাই পুনরায় ভেজে, রসে ডুবিয়ে বিক্রি করবার পরিকল্পনা ছিল। কারণ রবিবার ২১ শে জুলাই বিভিন্ন জেলা থেকে গাড়িতে করে জাতীয় সড়ক ধরে বহু তৃণমূলকর্মী আসা-যাওয়া করেন এবং এর জন্য

(এরপর চারের পাতায়)

জলসত্র আছে, কিন্তু জল নেই !

নিজস্ব প্রতিবেদন - জলসত্র আছে, কিন্তু জল নেই ! হুগলির ধনেখালি বিধানসভার অন্তর্গত পোলবা-দাদপুর ব্লকের মাকালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে মাকালপুর সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ঠিক পাশেই তৈরি হওয়ার কয়েক মাস পর থেকেই খারাপ হয়ে পড়ে আছে জলসত্রটি, অভিযোগ। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রায় পাঁচ বছর ধরে বিকল অবস্থায় পড়ে আছে ঠান্ডা পানীয় জলের এই জলসত্রটি। শেষ কবে এখান থেকে জলপান করেছেন বলতে পারছেন না পথ চলতি মানুষজন। হুগলি জেলা পরিষদের অর্থানুকূল্যে ২০১৮ - ২০১৯ অর্থবর্ষে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর কর্তৃক প্রায় ৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত শীতল পানীয় জলের এই জলাধারটি বর্তমানে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে।

সারাবার কোনো উদ্যোগ নেই প্রশাসনের। চারিপাশে আগাছায় ভর্তি। নির্বিকার প্রশাসন।

রাস্তার হাল বেহাল ! চরম দুর্ভোগের শিকার পথচলতি মানুষজন

নিজস্ব প্রতিবেদন - হুগলির পোলবা-দাদপুর ব্লকের বাবনান মোড় (বাঙালপোতা মোড়,পুইনান) থেকে বাবনান পঞ্চায়েতের তালতলা পর্যন্ত পিচ রাস্তার বেহাল দশা। রাস্তায় বড় বড় গর্ত, চলাচল করাই দায়। দুর্ভোগের শিকার পথচলতি মানুষ জন। অবিলম্বে রাস্তাটি সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করুক প্রশাসন,চাইছেন স্থানীয় মানুষ জন। হুগলি জেলা পরিষদ সূত্রে জানা গেছে, রাস্তাটি টেন্ডার করা হয়েছে, দ্রুত কাজ শুরু হবে।

খবর সোজাসুজি

Volume-2 ● Issue-4 ● 30 July, 2024

চুপ ! উন্নয়ন চলছে !

রাজ্যের অধিকাংশ পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদ এবং পুরসভা বিরোধী শূন্য, যা গণতন্ত্রের পক্ষে মোটেও শুভ লক্ষণ নয়। বেশিরভাগ পঞ্চায়েতে বিরোধী না থাকায় নিয়ম নীতির তোয়াক্কা না করে শাসক দল নিজেদের ইচ্ছামতো চলছে। অধিকাংশ পঞ্চায়েত অফিস যেন পার্টি অফিসে পরিণত হয়েছে। পঞ্চায়েতে সাধারণ মানুষের থেকে শাসক দলের নেতা কর্মীদের ভিড় বেশি। কি এমন মধু আছে যে সর্বদাই পঞ্চায়েত অফিসে পড়ে থাকতে হবে ? পঞ্চায়েত চালানোর জন্য তো প্রধান/উপ প্রধান আছেন ! দরকার ছাড়া শাসক দলের নেতা কর্মীদের সর্বদাই পঞ্চায়েত অফিসে বসে থাকাটা একটু দৃষ্টি কটু নয় কি ? আবার পঞ্চায়েতের কাজের ক্ষেত্রেও লুকোছাপা চলছে। অনলাইন টেন্ডার হচ্ছে, কিন্তু সেখানেও তো সেটিং। আগে থাকতেই ঠিক হয়ে থাকছে কাজটা কোন্ কন্ট্রাক্টর পাবে, কত পার্সেন্ট লেস দিয়ে কোন্ কন্ট্রাক্টর টেন্ডার জমা দেবে। কাজ কেমন হচ্ছে জানার দরকার নেই, নিজের কমিশনটা পেয়ে গেলেই হল ! ফলে যা হবার তাই হচ্ছে। প্ল্যান এস্টিমেট তো দূরের কথা,কখন কাজ শুরু হচ্ছে, আর কখন কাজ শেষ হচ্ছে তা আপনি জানতেও পারছেন না। কাজের মান নিয়েও থাকছে বিস্তর অভিযোগ। কিন্তু বলবেন কাকে,আর আপনার কথা শুনবেনই বা কে ? বিরোধী না থাকলে যা হয় আর কি ! সর্বত্র শাসকদলের নেতা কর্মীদের একচ্ছত্র দাপাদাপি। বলার কেউ নেই। অন্যায় দেখেও অনেকে চুপ থাকতে বাধ্য হচ্ছেন। শুধু সাধারণ মানুষ নন, শাসক দলের অনেক সাধারণ কর্মী সমর্থকও বিষয়টিকে মেনে নিতে পারছেন না। আড়ালে আবডালে তারাও সমালোচনা করছেন। অনেক সময় নিজের দলের সদস্যই জানতে পারছেন না কোথায় কি কাজ হবে বা হচ্ছে। পদ থাকলেও ক্ষমতা নেই। পঞ্চায়েতে উপসমিতি আছে কিন্তু তাদের ভূমিকা কি ? নামেই উপসমিতির সঞ্চালক,কিন্তু কাজ কিছু নেই। ক্ষমতাহীন পদ। পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। দু'একজন ছাড়া বেশিরভাগ কর্মাধ্যক্ষই এখনও ঠিক মতো বুঝে উঠতেই পারেননি তাদের কাজটা কি, এক্তিয়ার কতটা। ক্ষমতা কুক্ষিগত কয়েকজন নেতার হাতে। সর্বত্রই উন্নয়ন বাহিনীর দাপট। স্বভাবতই যা হবার তাই হচ্ছে। লুটেপুটে খাবার লোকের সংখ্যা বাড়ছে। ফুলে ফেঁপে উঠছে একশ্রেণীর নেতা কর্মী। ভয়ে মুখ খুলতে পারছেন না সাধারণ মানুষ। নিজের মাথায় ছাদ না থাকলেও নেতার প্রাসাদোপম বাড়ি দেখে খেটে খাওয়া সাধারণ গরিব মানুষ বলছেন, চুপ ! উন্নয়ন চলছে !

(প্রথম পাতার পর) **স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ**

কর্মীরা। কলতলার অবস্থাও খুব খারাপ। স্বাস্থ্য কেন্দ্র চত্বরে প্রবেশ করলেই বুঝতে পারবেন দীর্ঘদিন ধরে এলাকাটি পরিস্কার করারই হয় নি। একদম অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। নজর নেই কারো। স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে ঠিক মতো পরিষেবা পাওয়া যায় না বলেও অভিযোগ। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে , বর্তমানে সুগারের ওষুধও এখান থেকে দেওয়া হয় না, সুগারের ওষুধের জন্য জামালপুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এছাড়াও স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নেই কোনো সীমানা প্রাচীর। কোনো বাউন্ডারি না থাকায় আশেপাশের লোকেরা স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি খড় কুটো রাখার জায়গা এবং আবর্জনার স্তূপ বানিয়ে ফেলেছে। স্বাস্থ্য কেন্দ্রের জায়গাও দিন দিন বেদখল হয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ।উদাসীন কর্তৃপক্ষ।

সবুজের আহ্বানে

সিদ্ধেশ্বর দত্ত

সবুজের আহ্বানে
এসো সবে একসাথে
সবুজের দাবিতে
ধরি মোরা হাত হাতে।
সবুজের অনটনে
পৃথিবীর অঙ্গে
সবুজের ছবি আঁকি
রঙ - তুলি সঙ্গে।
প্রাণ বায়ু নির্মল
আগামীর সবুজে
বুঝবে কি দাম তার
নির্বোধ - অবুঝে!
সবুজের সংহারে
আগামীর ধরা যে
প্রাণহীন ইঁট কাঠ
জড়তায় ভরা যে!
থেমে যাবে স্পন্দন
ভয়াবহ হবে লয়,
এসো সবে ধরি হাত
আর দেরি আর নয়।
ভাবীকাল লেখা হোক
সবুজের গরিমায় -
হে ধরণী মাতা তুমি,
বন্দনা করি মা'য় !!

আঁকবো রে তোর ছবি

বিজন দাস

নদীর কাছে জল পাই না
চুপ থাকে রঙ তুলি,
কবেই পাব থই থই জল
শীতলি তুলতুলি।

আঁকতে তোকে চাই না নদী
উড়ন বালির চরে,
তোর ব্যথা যে বাজে ভীষণ
আমারই অন্তরে।

তোর ব্যথাটা আঁকতে আমার
রঙ তুলি যে চুপ,
থই থই জল পেলে নদী
সত্যি অপরূপ।

ওরে আকাশ মেঘ নিয়ে আয়
বৃষ্টি আকুল মেঘ,
আকাশ নদীর জমবে বিয়ে
দে ঝম ঝম বেগ।

ও নদীরে যখনই তুই
সত্যি নদী হবি,
বৃষ্টি খুশির পার্বনেতে
আঁকবো রে তোর ছবি।

চাঁদের মাটিতে আপনি !

পার্থ পাল

ধরে নিন, এই মুহূর্তে আপনি রয়েছেন চাঁদের মাটিতে ! পৃথিবীর মানুষ তেরো সংখ্যাটিকে অশুভ বলে মনে করে। তাই বোধহয় বারো জনের পর আর কেউ চাঁদের মাটিতে হাঁটেননি। আপনি কু-সংস্কারমুক্ত। তাই তেরোতম মহাকাশচারী হিসাবে আপনি এখন চাঁদের বুকে।

উপরের দিকে তাকান। দেখুন, আকাশটা মিশমিশে কালো। আমাদের পৃথিবীটার মতো রঙিন নয়। আকাশের কালো ক্যানভাসে অসংখ্য নক্ষত্র। ওরা ভীষণ রকম উজ্জ্বল। ওদের উজ্জ্বলতা হীরের দ্যুতিকেও হার মানায়। এখানে দূষণ নেই, বাতাস নেই, নেই কৃত্রিম আলোও। তাই নক্ষত্ররা স্থির ; দ্যুতিময়। ওই দূরে দেখতে পাচ্ছেন সূর্যকে। এখনও তা তেজময় হয়ে ওঠেনি। কারণ চাঁদের মাটিতে আপনি যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেখানে এখন ভোর। এই ভোর শেষ হয়ে,সকাল দুপুর পেরিয়ে সন্ধ্যা হতে সময় লাগবে চোদ্দ দিন। দিনের দৈর্ঘ্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়বে উষ্ণতাও। এখন যে উষ্ণতা মোটে পাঁচ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড দুপুরের পরে তা পৌঁছাবে ১৩০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে। যা মানব শরীরের পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব। এই বিষয়টিকে মাথায় রেখেই এর আগের বারো বারই মানুষ চাঁদে এসেছেন এমন ভোরবেলাতেই। আপনি বলতে পারেন, '' তবে তো রাতে এলেও চলত। '' চলত না মশাই। কারণ, চাঁদের রাত ভয়ংকর শীতল। তখন চাঁদের উষ্ণতা পৌঁছায় হিমাঙ্কের ২৩০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের নিচে ! শোনেননি, সেই ভয়ঙ্কর শীতলতাতেই জব্দ হয়েছে আমাদের চন্দ্রযান ৩ ! যার যন্ত্রপাতি অকেজো হয়ে গেছে চিরতরে।

চিরতরে থাকতে আসেননি

আপনিও। তাই যতক্ষণ পিঠের সিলিন্ডারে অক্সিজেন আছে, যতক্ষণ উষ্ণতা থাকছে সহনীয়, ততক্ষণ উপভোগ করে নিন চাঁদের পরিমণ্ডল। আকাশে সূর্য যেদিকে আছে ঠিক তার উল্টোদিকে দেখুন। জ্বলজ্বল করছে পৃথিবী গ্রহ ! পূর্ণিমার রাতে চাঁদকে যতটা উজ্জ্বল দেখায়, পৃথিবীকে এখন দেখা যাচ্ছে তার চল্লিশ গুণ উজ্জ্বল। তার এ আলো সূর্যের থেকেই ধার করা। এমন উজ্জ্বল আলোর জন্যই চাঁদের রাত অমাবস্যার মত ঘুটঘুটে নয় বরং পূর্ণিমার রাতের মতোই আলো-ধোয়া।

আহা..., পূর্ণিমার কথা শুনেই অমন লাফাচ্ছেন কেন ? এক লাফেই একতলা বাড়ির সমান উঠে পড়লেন যে ! খেয়াল নেই, চাঁদে বস্তুর ওজন পৃথিবীতে তার ওজনের একের ছয় ভাগ হয়ে যায়। একটু আগেই যে পাথরের টুকরোটিকে আপনি তুললেন, ওটার ওজন এখানে এক কিলোগ্রাম-ভার হলে, পৃথিবীর মাটিতে তা হবে ছয় কিলোগ্রাম-ভার। অর্থাৎ ছগুণ। এই পাথরে সিলিকন, অ্যালুমিনিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, লোহা, টাইটেনিয়ামের মত বেশ কয়েকটি মৌল আছে। এগুলি মিশে আছে চাঁদের ধুলোতে। চাঁদের ধুলোকে বলে 'রেগোলিথ'। কেবল পাথরের গুঁড়ো বলে একে ঠিক মাটি বলা যায় না। এই ধুলো দুটি ভীষণ প্রয়োজনীয় জ্বালানিরও আধার। একটি হিলিয়াম ৩ এবং অন্যটি ভারী হাইড্রোজেন বা ডয়টোরিয়াম। বর্তমান পৃথিবীর প্রধান সমস্যা হলো দূষণ। এবং এই দূষণ মূলত কার্বন জ্বালানির ব্যাপক ব্যবহারের জন্যই হচ্ছে। এমতাবস্থায় চাঁদের জ্বালানি দুটিকে পৃথিবীতে নিয়ে গিয়ে সঠিক ব্যবহার করতে পারলে কার্বন জ্বালানির প্রয়োজন ফুরোবে। এবং পৃথিবীটা আবারও হয়ে উঠবে দূষণহীন, সুন্দর।

আর তাই ঝাঁপিয়ে পড়েছে শক্তিশালী দেশগুলি। কে আগে চাঁদের দখল নেবে, চলছে তার প্রতিযোগিতা। যা রুখতে ইউনাইটেড নেশন 'চাঁদ চুক্তি'-র আইন এনেছে। তাতে বলা হয়েছে, চাঁদের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর প্রতিটি বিশ্ববাসীর সমান অধিকার। যদিও এখন পর্যন্ত সে চুক্তিতে সায় দেয়নি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, চীনের মত দেশগুলি।

দেশে দেশে, মানুষে মানুষে এই ব্যাপক মনোমালিন্য চাঁদের মাটিতে দাঁড়িয়ে বড়ই হাস্যকর লাগছে,তাই না ? মনে হচ্ছে না, ওই সুন্দর গ্রহটায় বেঁচে থাকার সব সুবিধা থাকতেও কেন এত হানাহানি !

আমরা পৃথিবীর থেকেও চাঁদকে দেখি সুন্দর। একে নিয়ে কবিতা লিখি, গান গাই, সন্তানের কপালে টিপ দিয়ে যেতে বলি। অথচ দেখছেনই তো এখানকার ভূপ্রকৃতি কত রুক্ষ, প্রাণহীন। অসহনীয়ভাবে নীরব এর পরিমণ্ডল। তাই চলুন ফিরে যাই আমাদের প্রিয় পৃথিবীতে।

জানি সেখানে সমস্যা আছে অনেক; তবু..., সবার মাঝে ভালোবাসাটাও তো আছে।

খবর সোজাসুজি'র উদ্যোগে আয়োজিত অনলাইন রিলস প্রতিযোগিতায় প্রথম সুদীপ্ত মালিক,বাড়ি - মৌবেশিয়া,হুগলি।

খবর সোজাসুজি'র উদ্যোগে আয়োজিত অনলাইন রিলস প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় সুদীপ্ত দেবনাথ,বাড়ি - চন্ডীবাটি,হুগলি।

খবর সোজাসুজি'র উদ্যোগে আয়োজিত অনলাইন রিলস প্রতিযোগিতায় তৃতীয় ঐহিকা মালিক,বাড়ি- মৌবেশিয়া,হুগলি।

তারকেশ্বরে শ্রাবণী মেলা উপলক্ষ্যে জরুরী প্রশাসনিক বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন - তারকেশ্বরে শ্রাবণী মেলা উপলক্ষ্যে হরিপালে বৃহস্পতিবার এক জরুরী প্রশাসনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হল। উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত দপ্তরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারী পি উলগানাথন, রাজ্যের কৃষিজ বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্না, হুগলির জেলাশাসক মুক্তা আর্য, হুগলি গ্রামীণ জেলা পুলিশের এসপি কামনাশিষ সেন,তারকেশ্বরের বিধায়ক রামেন্দু সিংহরায়, হরিপালের বিধায়ক করবী মান্না, চাঁপদানির বিধায়ক অরিন্দম গুঁইন সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিক এবং চাঁপদানি পৌরসভা, তারকেশ্বর পৌরসভা ও সিঙ্গুর, হরিপাল, তারকেশ্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিরা। গুরুপূর্ণিমা থেকে শুরু হয়েছে শ্রাবনী মেলা। বহু পূর্নার্থী বৈদ্যবাটি থেকে গঙ্গাজল বাঁকে করে নিয়ে পায়ে হেঁটে তারকেশ্বর মন্দিরে যান। যেকোনো রকম দুর্ঘটনা এড়াতে আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের এদিনের এই প্রশাসনিক বৈঠক বলে জানা গেছে। শ্রাবণী মেলা উপলক্ষ্যে এ বছর বৈদ্যবাটি নিমাইতীর্থ ঘাটের গঙ্গা আরতি ও তারকেশ্বর শিবমন্দিরের পুজো আরতি সরাসরি দেখানো হবে বলে জানা গেছে।

জাল লটারির টিকিটের রমরমা শিল্পাঞ্চলে !

নিজস্ব সংবাদদাতা - আসানসোলে পুলিশি অভিযানে ধরা পড়লো প্রায় কোটি টাকার জাল লটারি। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে আসানসোল কালিপাহাড়িতে আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ নাকা তল্লাশি করার সময় গত রবিবার রাতে একটি অটো থেকে ৯ বস্তা জাল লটারির টিকিট বাজেয়াপ্ত করে। অটো চালক সহ একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।তবে এই লটারি আসানসোল থেকে পাণ্ডবেশ্বরে একজনকে সাপ্লাই করার কথা ছিল বলে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। এই জাল লটারি চক্রে কে বা কারা জড়িত রয়েছে তার তদন্ত জোর কদমে শুরু করেছে পুলিশ।

স্কুল মাঠ না গরু ছাগল বাঁধার জায়গা বোঝা যায় ! স্কুল চলাকালীন সময়েও বাঁধা থাকছে গরু, ছাগল। প্রতিদিনকার একই চিত্র,অভিযোগ। রাস্তার পাশেই স্কুলের সামনে এতবড় খেলার মাঠ, কিন্তু নেই কোনো বাউন্ডারি ওয়াল। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে নষ্ট হচ্ছে স্কুল মাঠ,অভিযোগ। হুগলির পোলবা-দাদপুর ব্লকের মাকালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মাকালপুর প্রাথমিক এবং মাকালপুর জুনিয়র হাইস্কুল মাঠের ছবি।

পথ দেখাচ্ছে পঞ্চায়েত !

নিজস্ব প্রতিবেদন - পঞ্চায়েত থেকে বসানো হয়েছে ঠান্ডা পানীয় জলের এটিএম। কিন্তু ইলেকট্রিকের কোনো কানেকশন নেই। হুকিং করেই চলছে পানীয় জলের এটিএম। পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে তৈরি হওয়া ঠান্ডা পানীয় জলের এটিএম চলছে বিদ্যুৎ চুরি করে, এটা কতটা যুক্তিযুক্ত ? অনেকেই বলাবলি করছেন, পঞ্চায়েত যদি ইলেকট্রিক কানেকশনের ব্যবস্থা না করে হুকিং করে ঠান্ডা পানীয় জলের এটিএম চালু করে,তাহলে সাধারণ গরীব মানুষ হুকিং করলে দোষ কোথায় ! পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর ব্লকের পাড়াতল ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের শিপতাইগ্রামের ছবি।

কাগজ পত্রের বালাই নেই,যেখানে সেখানে ইলেকট্রিক কানেকশন !

নিজস্ব প্রতিবেদন - ধনেখালি ব্লকের গুড়াপ থানার অন্তর্গত খানপুর জৌগ্রাম মোড়ে ব্যস্ত রাস্তার মাত্র কয়েক হাত দূরে ইট দিয়ে দাঁড় করানো ঠেলা গাড়িতেও দেওয়া হয়েছে ইলেকট্রিক মিটার ! কিসের ভিত্তিতে দেওয়া হয়েছে কানেকশন বোধগম্য নয়। অনেকেই বলাবলি করছেন,বাড়িতে ইলেকট্রিক কানেকশন নিতে গেলে কত ফিরিস্তি - জায়গার কাগজ/ফোনের বিল,পঞ্চায়েতের ট্যাক্সের রসিদ আরও কত কি ! কিন্তু রাস্তার ঠিক পাশেই ঠেলাগাড়ির স্ট্রাকচারে চপের দোকানে কাদের মদতে কোন্ জাদুবলে কানেকশন দেওয়া হয়েছে সেই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। এদিকে আবার সরকার ফুটপাত দখলমুক্ত করার কথা বলছে। তাহলে ইলেকট্রিক কানেকশন দেওয়ার সময় তো দেখে দেওয়া উচিত ছিল কোথায় দিচ্ছি। যে মানুষটা আজ ঠেলা গাড়ির স্ট্রাকচারে চপের দোকান করে জীবিকা নির্বাহ করছে কাল যদি দোকানটা ভেঙে দেওয়া হয় তাহলে সে যাবে কোথায় ? প্রথমে বেআইনি ভাবে আপনি তাকে বসার সুযোগ করে দিচ্ছেন,আর তারপর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে যদি তার পেটে লাথি মারার চেষ্টা করেন তাহলে সেটাও তো খুবই অমানবিক কাজ হবে। তাই ফুটপাতে বা বেআইনি ভাবে সরকারি জায়গা দখল করে কেউ ব্যবসা করার উদ্যোগ নিলে প্রথমেই তো তাকে বাধা দেওয়া দরকার,তাহলে হয়তো সে অযথা টাকা পয়সা খরচ না করে অন্যত্র চেষ্টা করবে। প্রথমে বসার সুযোগ দিয়ে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে পরে তাদের উচ্ছেদ করা কতটা যুক্তিযুক্ত ? উঠছে প্রশ্ন।

কল আছে,জল নেই !

নিজস্ব প্রতিবেদন - পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লকের পাড়াতল ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মথুরাপুর মাঝের পাড়ায় পীরতলার সামনে রাস্তার পাশে এভাবেই প্রায় এক বছরেরও বেশি সময় ধরে খারাপ হয়ে পড়ে আছে নলকূপটি।পঞ্চায়েতে বিষয়টি বার বার জানানো সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত সারানো হয়নি নলকূপটি, অভিযোগ।সমস্যায় এলাকাবাসী থেকে পথ চলতি মানুষজন।অতি দ্রুত নলকূপটি সারানোর উদ্যোগ গ্রহণ করুক প্রশাসন, চাইছেন এলাকার মানুষজন।

KHABOR SOJASUJI
RNI.NO.WBBEN/2023/87806

উন্নয়ন যেন রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে ! রাস্তার কাজ শুরুর বোর্ড পড়েছে পাঁচ মাস আগে কিন্তু রাস্তার কাজ এখনও শুরুই হয়নি ! চরম ভোগান্তির শিকার এলাকার মানুষ জন। নির্বিকার প্রশাসন। পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতা ১ নং ব্লকের বড়মুড়া ৩ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত শানমুড়া শিব মন্দির থেকে সনাদীপা গ্রাম পর্যন্ত রাস্তার ছবি।

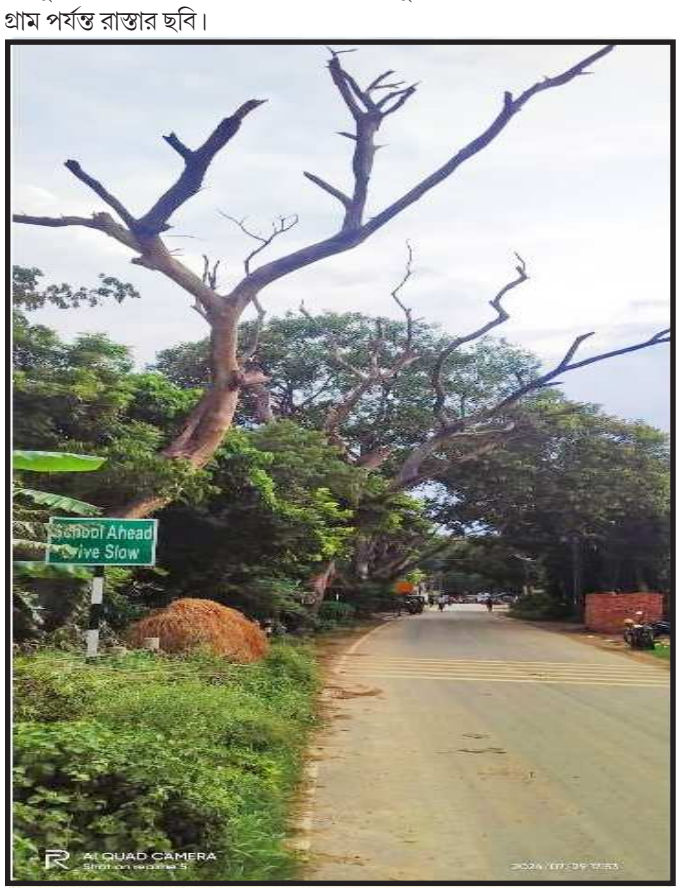

রাস্তার ধারে মরণ ফাঁদ ! সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মরা গাছ। যেকোনো সময় ঘটতে পারে বড়সড় দুর্ঘটনা। খানপুর জৌগ্রাম মোড় এলাকার ছবি।

নাম পরিবর্তন

I , Pitam Samanta , S/O - Sukumar Samanta, residing at Vill & P.O - Raghubati,P.S - Haripal,Dist - Hooghly,Pin- 712405 declared that my son's actual name is Khrishiv Samanta.But due to mistake my son's name has been inscribed in his birth certificate being registration no.B/2023/953707 dated 31.08.2023 as Khabir Samanta instead of Khrishiv Samanta.Khrishiv Samanta and Khabir Samanta are same and one identical person vide affidavit No.3442 dated 06/11/2023 Judicial Magistrate 1st Class additional court at Chinsurah, Hooghly(Sadar).

এক নজরে

(প্রথম পাতার পর)

এখন দেখার।

● এখন থেকে এবার অনলাইনেই পাওয়া যাবে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট (PCC)। চাকরি প্রার্থীদের আর পোহাতে হবে না ঝামেলা। অনলাইনেই পাওয়া যাবে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স শংসাপত্র।

● বাংলার রাজ্যপালের বিরুদ্ধে ওঠা শ্লীলতাহানির অভিযোগের মামলা গ্রহণ করল সুপ্রিম কোর্ট ! আইনের উর্ধ্বে কেউ নন তা আবারও প্রমাণ হয়ে গেল।

● বেশি মুনাফা লাভের আশায় ওষুধ কোম্পানিগুলো এখন ওষুধের শুধু দামই বাড়ায়নি, সঙ্গে ১০ টার পাতা বড়ি/ক্যাপসুল ১৫/২০ টার পাতায় নিয়ে গেছে,অভিযোগ। ফলে দামও অতিরিক্ত বেড়েছে। ওষুধ কিনতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছে সাধারণ মানুষ। প্রয়োজনের অতিরিক্ত ওষুধ কিনতে বাধ্য হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। সাধারণ মানুষের স্বার্থে ওষুধের দাম কমিয়ে দশটার পাতা বড়ি/ক্যাপসুল চালু রাখুক ওষুধ কোম্পানিগুলো, চাইছেন অনেকেই।

● ধনেখালির খানপুরে শুক্রবার সাপের কামড়ে মৃত্যু হল মঞ্জু ঘোড়ুই নামে বছর পঁয়তাল্লিশের এক মহিলার। শোকের ছায়া এলাকায়।

● পুরসভা,পঞ্চায়েতে এবার কাজ দেখে টিকিট দেবে দল, একুশে জুলাইয়ের সভায় ঘোষণা করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

● সংরক্ষণ ব্যবস্থা নিয়ে বড় রায় দিল বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট। জয় হল ছাত্রযুবদের। সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে মাত্র ৭ শতাংশ সংরক্ষণ থাকবে বলে রায় দিল আদালত।

● দলের নেতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

● ভোটে আশানুরূপ ফল না দেওয়া জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে বার্তা দিলেন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

● এখন সন্ধ্যা হলেই গ্রামে গঞ্জে বিভিন্ন জায়গায় রাস্তার পাশে যেখানে সেখানে বসে যাচ্ছে মদের আড্ডা, অভিযোগ। মদের নেশায় মত্ত অধিকাংশ যুবক !

● এখন গ্রামে গঞ্জে মাঠের দিকে তাকালেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে মিনির রমরমা। ভৌমজল এভাবে যথেচ্ছভাবে চাষের কাজে ব্যবহার করে আমরা নিজেদের ক্ষতি নিজেরাই করছি না তো ? উঠেছে প্রশ্ন।

● মদ,গাঁজা,জুয়া আর লটারির নেশাতেই সর্বস্বান্ত সমাজের খেটে খাওয়া একটা শ্রেণী। অধিকাংশ ছাত্র-যুবও আজ মদ/গাঁজার নেশায় আসক্ত। ভাবুন,বর্তমান যুব সমাজ কোন্ পথে যাচ্ছে !

● সিভিক ভলেন্টিয়ার না বহুরূপী ! কেউ খাঁকি,কেউ আকাশী-নীল,কেউ সাধারণ,কেউ আবার মিলিটারি পোশাক পড়ছে। মানুষ বিভ্রান্ত। সিভিকদের কি কোনও ড্রেস কোড নেই ? উঠছে প্রশ্ন।

● চরম হিন্দুত্ববাদী কথাবার্তা শুভেন্দুর মুখে ! মুসলিমরা বিজেপিকে ভোট না দেওয়ায় ক্ষোভ ! সবকা সাথ সবকা বিকাশ বন্ধ করার কথা শুভেন্দুর মুখে ! তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি।

● ফের ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনা। লাইনচ্যুত ডিব্রুগড় এক্সপ্রেস। উত্তর প্রদেশের গোন্ডায় লাইনচ্যুত ডিব্রুগড় এক্সপ্রেস।

● বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যকে মারধরের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। সিঙ্গুর বাগডাঙা ছিনামোড় পঞ্চায়েতের বিজেপি সদস্য দেবনাথ পাত্রকে মারধরের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। প্রতিবাদে সিঙ্গুর থানার সামনে বিক্ষোভ বিজেপির।

● ২০২০ এবং ২০২১ সালে মাধ্যমিক পাশ ড্রপ আউট স্টুডেন্টরাও এবছর (২০২৪-২০২৫) একাদশে ভর্তি হতে পারবে বলে বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়ে দিল উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ।

● ধনেখালিতে আবারও ভাঙন বিজেপিতে ! অসীমা পাত্রের হাত ধরে তৃণমূলে যোগ দিলেন ধনেখালি বিধানসভার সাটিথান অঞ্চলের আমড়া ৫ ও ৬ নং বুথের বিজেপির বিধানসভার কিষান মোর্চার কো- কনভেনার পরেশ বাউল দাস, আইটি সেলের সভাপতি সৈকত পাল,৬ নং বুথ সভাপতি তপন বাউল দাস সহ একাধিক বিজেপি কর্মী।

● ভোটের মুখে এবার মহারাষ্ট্র সরকার চালু করল লাডলা ভাই যোজনা। উচ্চ মাধ্যমিক পাশ যুবকদের মাসিক ৬ হাজার টাকা,স্নাতক পাশ যুবকদের মাসিক ১০ হাজার টাকা এবং ডিপ্লোমা পাশ যুবকদের মাসিক ৮ হাজার টাকা করে ভাতা দেবার কথা ঘোষণা করলেন একনাথ শিন্ডের সরকার।

● পূর্ণাঙ্গ বাজেট ঘোষণা করলেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। নতুন কর কাঠামোয় ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ে আয়কর শূন্য। বার্ষিক ৩ লক্ষ টাকা থেকে ৭ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ে আয়কর ৫ শতাংশ। বার্ষিক ৭ লক্ষ টাকা থেকে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ে আয়কর ১০ শতাংশ। বার্ষিক ১০ লক্ষ থেকে ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ে আয়কর ১৫ শতাংশ। বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা থেকে ১৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ে আয়কর ২০ শতাংশ। আর বার্ষিক ১৫ লক্ষ টাকার বেশি আয়ে আয়কর ৩০ শতাংশ। চাকুরিজীবিদের জন্য স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন ৫০ হাজার টাকা থেকে বেড়ে হল ৭৫ হাজার টাকা বলে বাজেটে ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। পুরনো আয়কর কাঠামো অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

● দুর্গাপুজোয় এবছর ক্লাবগুলোকে ৮৫ হাজার টাকা করে এবং পরের বছর ১ লক্ষ টাকা করে আর্থিক অনুদান দেবার কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

● মাথাপিছু হাজার টাকা করে নিয়ে বিএড পরীক্ষায় বই দেখে লেখার সুযোগ ছাত্র ছাত্রীদের ! টাকা দেওয়া ছাত্র ছাত্রীদের পৃথক রুমে বসার ব্যবস্থা,অভিযোগ।ভূপতি নগরের একটি বিএড কলেজের ঘটনা।

● আলু চাষের মরসুমে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে বাজারে যখন সার আর বীজের কালোবাজারি চলে তখন টাস্ক ফোর্স কোথায় থাকে ? উঠছে প্রশ্ন।

(প্রথম পাতার পর)

বাসি মিষ্টি বিক্রির অভিযোগ ! শক্তিগড়ের ল্যাংচাহাব

শক্তিগড়ে ল্যাংচার চাহিদা থাকে তুঙ্গে। পরীক্ষার জন্য কয়েকটি নমুনা রেখে বাকি প্রায় তিন কুইন্ট্যাল এই ধরণের ভাজা ল্যাংচা ২০ জুলাই শনিবার বাজেয়াপ্ত করে তা পরিবেশ-বান্ধব উপায়ে মাটিতে গর্ত করে পুঁতে দেওয়া হয়েছে। সাতজন দোকানদারকে আইনী নোটিস ধরানো হয়েছে, কয়েকজনের বিরুদ্ধে শক্তিগড় থানায় ডায়েরি করা হয়েছে। জানা গেছে, সমস্ত অসাধু দোকানদারদের বিরুদ্ধে আইনানুগ মামলা রুজু করা হচ্ছে। তাঁদের প্রত্যেকের দশ লক্ষ টাকা অবধি জরিমানা ও সাত বছর পর্যন্ত হাজতবাস বা উভয়ই হতে পারে। এদিন ক্রেতাদের শক্তিগড়ে ল্যাংচা কেনার আগে যথেষ্ট সতর্ক থাকার পরামর্শ দেন স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকরা।ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রবল চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

Owner, Publisher & Printer- Israil Mallick , Published from- Vill- Mathurapur, P.O.- Shiptai, P.S. Jamalpur, Dist- Purba Bardhaman Pin- 712308, State-West Bengal
Printed at- Two Star Offset Press, 27 No. Laskardighi West (Near Rongtuli Goli), Burdwan, Pin- 713101
Editor- ISRAIL MALLICK, Mobile - 9434566498, E-mail -khaborsojasuji@gmail.com